দৈনিক সংবাদ

MAR. 5 2001
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৭ ...

বগুড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃষি কলেজে নানা ঘাপলা

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন কমিটি বন্ধ করে দেয়ার সুপারিশ করেছে ॥ উদ্বিগ্ন শিক্ষার্থীরা

বগুড়া থেকে মো. নজমুল হুদা নাসিম ঃ স্নাতক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা প্রদানের সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ না থাকা এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নাম উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করে বগুড়ায় প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃষি কলেজ' বন্ধ করে দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ সদস্যের পরিদর্শন টিম তাদের রিপোর্টে এই সুপারিশ করেছে।

ওই কমিটি কলেজে ভর্তি হওয়া ১শ ৫৭ জন ছাত্রছাত্রীকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে ভর্তির সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী বণ্টন করারও সুপারিশ করেছে। কিন্তু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে আদৌ কোনো উদ্যোগ নেবে কি না তা নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা শংকিত। এছাড়া ৫০ হাজার থেকে দেড় লক্ষাধিক টাকা দিয়ে চাকরি নেয়া ২শ ৪২ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী বেকার হওয়ায় তারা তাদের পরিবার-পরিজনের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

কৃষি অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে গঠিত পরিদর্শন কমিটির সদস্যরা গত বছর নভেম্বর মাসে কলেজটি পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণশেষে এ বছর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে উল্লিখিত দুদফা সুপারিশ সংবলিত দীর্ঘ একটি রিপোর্ট পেশ করেন।

পরিদর্শন কমিটি তাদের রিপোর্টে বলেছে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠার সময় ৭টি শর্তে কলেজটিকে ২ বছরের জন্য সাময়িক অধিভুক্তি দেয়। কিন্তু দীর্ঘ সাড়ে ৩ বছরে একটি শর্তও পূরণ করা হয়নি। শুধু তাই নয়, গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে কলেজ পরিচালনা কমিটির কোন অস্তিত্ব নেই, নেই কোন অধ্যক্ষও। এতে আরও বলা হয়, কলেজের ছাত্র-শিক্ষকরা জেলা প্রশাসককে সভাপতি এবং মনোনীত অধ্যক্ষকে সদস্য সচিব করে নতুন পরিচালনা কমিটি গঠনের দাবি তুলেছিল; কিন্তু নিয়োগপ্রাপ্ত ২৬ জন শিক্ষক ও ২শ ১৬ জন কর্মচারীর বেতন প্রদানের কোন উৎস না থাকায় জেলা প্রশাসক সামসুল হক দায়িত্ব নিতে রাজি হননি। এছাড়া কলেজ পরিচালনা কমিটির বর্তমান সভাপতি সাংসদ বেগম কামরুন নাহার পুতুল সভাপতির পদটি ছাড়ার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে জানাননি। এ ব্যাপারে পরিদর্শন কমিটির কাছে দেয়া বক্তব্যে জেলা প্রশাসক বলেছেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কলেজটি ত্রুটিযুক্ত কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। ফলে এখন এ দুরাবস্থা দেখা দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে কলেজটির উন্নয়নে তার পক্ষে কোন উপায় খুঁজে বের করা সম্ভবও নয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, কলেজ কমিটির সেক্রেটারি খালেকুল ইসলাম বকুলের বিরুদ্ধে ভুয়া বিল ভাউচারের মাধ্যমে ৬৫ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে বহিষ্কার করা হয়। ৫ সদস্যের একটি টিম দীর্ঘ তদন্তশেষে খালেকের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের বিষয়টি নিশ্চিত হয় এবং এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট '৯৯ সালের ২৯শে আগস্ট কলেজ কমিটির সভাপতি ও আওয়ামী লীগের মনোনীত মহিলা সংসদ সদস্য কামরুন্নাহারের কাছে দাখিল করে। রিপোর্টে বলা হয়, কমিটির সদস্যদের সামনে সেক্রেটারি বকুল তার সকল কর্মকাণ্ডে কলেজ কমিটির সভাপতির সম্মতির কথা উল্লেখ করেছেন।

পরিদর্শন কমিটির সদস্য সচিব কীটতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. খন্দকার শরীফুল ইসলাম এবং অন্য সদস্যরা হলেন কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা বিভাগের প্রফেসর ড. আবদুল হালিম, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের প্রফেসর ড. মু. আলী নেওয়াজ, ফসল উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. আবদুল হালিম খান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. মো. আবদুস সাত্তার, কৃষিতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর আহম্মদ উল্লাহ সরকার ও উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. মো. আবদুর রহিম।